সংবাদ

তারিখ ... 21 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

প্যানেলভুক্ত

২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ পাচ্ছেন প্রাথমিকে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এক মাসের মধ্যেই সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের জন্য প্যানেলে থাকা ২৬ হাজার প্রার্থী।

গতকাল জাতীয় সংসদকে এ তথ্য জানিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'গত দুই বছরে আমরা ২২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। আদালতের নির্দেশনা অনুসারে আরও প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। এক মাসের মধ্যে আমরা এই নিয়োগ সম্পন্ন করব।'

গণশিক্ষামন্ত্রী সংসদে বাজেট প্রস্তাবের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অবদান রাখছে তা অতীতে কেউ কখনো রাখেনি।'

তিনি নিজের স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'পাকিস্তানে ২৪ বছরে একটা প্রাইমারি স্কুলও সরকারি হয়নি, ছিল না। আজ যে মাদ্রাসা শিক্ষা, ধর্মের কথা বলি সেই মাদ্রাসাও ছিল অবহেলিত। আমি দেখিনি পাকিস্তানের ২৪ বছরে একটি মাদ্রাসাতে কোনো টাকা দিয়েছে সে দেশের সরকার। মাদ্রাসা চলতো ইছালেসোয়াব করে।'

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন করার পর শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে একসঙ্গে ৩৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি করেছিলেন উল্লেখ করে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'এরপর দীর্ঘদিন প্রাথমিক স্তরের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি হয়নি। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কেউ বিগত ৪৫ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ভাবেননি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবার ২৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ করলেন। আর কেউ কিছু করেনি।'

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সেগুলোর এক লাখ তিন হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকরি তিন ধাপে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত হয়। প্রথম ধাপে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে, দ্বিতীয় ধাপে ২০১৩ সালের জুলাইয়ে এবং তৃতীয় ধাপে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে জাতীয়করণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

প্রথম ধাপে ২২ হাজার ৯৫৬টি বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয়করণের গেজেট প্রকাশিত হয় ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে; মে মাসে শিক্ষকদের চাকরি সরকারি করা হয়। এরপরই দেখা দেয় জটিলতা। ২০১৩ সালের নভেম্বরে দ্বিতীয় ধাপে দুই হাজার ২৫২টি স্কুল এবং ২০১৫ সালের জুলাইয়ে তৃতীয় ধাপে ৫৫৭টি স্কুল জাতীয়করণ করা

২৬ হাজার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

২৬ হাজার : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। কিন্তু এসব স্কুলের প্রায় ১৩/১৪ হাজার শিক্ষকের চাকরি এখনও পুরোপুরি জাতীয়করণের আওতায় আসেনি। তারা বেতনভাতা না পেয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ প্রসঙ্গে গতকাল জাতীয় সংসদে বলেন, 'অনেকে বলেন বাজেটে বরাদ্দ কম হয়েছে। কিন্তু আসলে তা নয়। প্রাথমিকে গত অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা। এবার বরাদ্দ প্রায় সাড়ে ২২ হাজার কোটি। শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় মিলে গত বছরে বরাদ্দ ছিল ৩২ হাজার কোটি টাকা, এবার তা বেড়ে প্রায় ৫৮ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে।' এছাড়া ২০১৮ সালের মধ্যে দেশে জরাজীর্ণ ও গাছের নীচে পাঠদানের মতো কোনো বিদ্যালয় থাকবে না– এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে মন্ত্রী বলেন, 'এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক স্কুলগুলোর চ্যালেঞ্জ হলো মানসম্পন্ন শিক্ষা। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষকদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে এ কার্যক্রম আরও জোরালো করা হয়েছে।' এখন পর্যন্ত যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়েছে সেগুলোসহ যেখানে যে অবস্থায় আছে সেগুলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে চলবে বলে জানান মোস্তাফিজুর রহমান। রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি (নিয়োগ, পদোন্নতি, শৃঙ্খলা ও কল্যাণ) নীতিমালা-২০০৯ অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২০১০ সালের ২১ এপ্রিল বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকার। এসব বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ দিতে পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১২ সালের ৮ এপ্রিল ৪২ হাজার ৬১১ জনের মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়। এদের মধ্য থেকে ২০১৩ সালের আগ পর্যন্ত ১০ হাজার ৫১৪ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি ২২ হাজার ৯৯৫টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়ায়, প্যানেলে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগ ঝুলে যায়। কারণ ওইসব বিদ্যালয়েই প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগের কথা ছিল। এরপর আন্দোলনে নামেন প্যানেলে থাকা প্রার্থীরা। দীর্ঘদিন আন্দোলনে কাজ না হওয়ার প্যানেলভুক্ত প্রায় ৫০০ প্রার্থী হাইকোর্টে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে সরকারকে নির্দেশ দেন। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিলের আবেদন করলেও তা খারিজ হয়ে যায়। এরপরই প্যানেলে থাকা প্রার্থীদের নিয়োগের পথ উন্মুক্ত হয়। হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী সদ্য জাতীয়করণ হওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 'শূন্যপদে' প্যানেল প্রার্থীদের নিয়োগ দিতে গত ৬ জুন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর (ডিপিই)। প্যানেলভুক্ত প্রায় ২৩ হাজার প্রার্থী নিয়োগের অপেক্ষায় থাকলেও এদের নিয়োগে শূন্যপদের শর্তজুড়ে দেয়ায় সবাইকে নিয়োগ দেয়া নিয়ে জটিলতায় পড়ে ডিপিই। এরপর সংস্থাটি শূন্য পদের বাইরেও অন্য পদগুলোতে প্যানেল শিক্ষকদের নিয়োগ দিতে এক সপ্তাহ আগে নতুন আদেশ জারি করে। এরপরও প্যানেলে থাকা সব প্রার্থী নিয়োগ পাবেন না জানিয়ে তারা কর্মসূচি পালন করছেন। এর মধ্যে গতকাল প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ২৬ হাজার প্রার্থীকে নিয়োগের ঘোষণা দিলেন।